ভূমিকা

গীতা বেদান্তের প্রামাণ্য গ্রন্থ, সর্ব্বশাস্ত্রসার সর্ব
পরম অধ্যাত্মশাস্ত্র। গীতার শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ কি
জীবনে অভ্যাস ও অনুশীলন করিলে আমরা
গৃহাদিতে আসক্তিশূন্য হইব, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে
হাহাকার করিব না, অতি গুরু দুঃখেও বিচলিত
অজ্ঞান অহংবুদ্ধির বশে নিজেকে সংসারের আর
হইতে পৃথক না মনে করিয়া আত্মায় সকলের সহি
অনুভব করিব, ব্রাহ্মণ শূদ্র পতিত চণ্ডাল সকলকে স
দেখিব, বাসনা কামনা প্রভৃতি রিপুগণের প্রভাব হই
হইয়া সংসারের সকল দুঃখ ও অশান্তির মূলোচ্ছেদ কি
অধ্যাত্ম সত্তায় সকলেই অজর, অমর—সংসারের সকল
শুভ-অশুভ, জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চ
সকল মনুষ্যই অমৃতত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে ইহ
সকল ঘটনা সকল অবস্থাতেই আত্মার গভীর শান্তি,
নৈঃশব্দ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং সেই আভ্যন্ত
প্রতিষ্ঠা হইতে নি ... স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম প
ভগবানের উদ্দে ... সম্পন্ন করিয়া ক্র
অপূর্ণতাময়, সহস্র- ... নবীয় প্রকৃতিকে ক্র

শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হইলে এই পৃথিবীর মাটির স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হইবে আর মর্ত্ত্যের এই মানুষই হইয়া দেবতা।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মায়াবাদ লইয়া গীতার রচনা করিয়াছেন তাহাতে গীতা কেবল সংসারত্যাগী দেরই শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, * বস্তুতঃ গীতা দের জন্য রচিত হয় নাই ; সামাজিক মানুষের জীবনে মুহূর্ত্তে যে-সব গভীর প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হয়, অর্জ্জুনের উপলক্ষ্য করিয়া গীতাতে সেই সবেরই চরম সমাধান হইয়াছে। অর্জ্জুনের কর্ম্মত্যাগ, সংসার ত্যাগের প্র তামসিকতা ও ক্লৈব্য বলিয়া নিন্দা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষার সূত্রপাত করিয়াছেন, এবং গীতায় প্রথম হইতে পর্য্যন্ত বাহ্য সন্ন্যাস ও সংসারত্যাগের প্রতিবাদ করা হই কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ রক্তপাতকেও কেমন করি অধ্যাত্মজীবন লাভের উপায়ে পরিণত করা যায়, সমাজে থাকিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্মাণি, মানুষ এই নর-দেহেই, ইহৈব প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ, করিয়া ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারে—সুখ সমৃদ্ধি জীবন উপভোগ করিতে পারে—এই পৃথিবীতেই স্বর্গ- প্রতিষ্ঠা হয়, ভুঙ্ক্ষ রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্, [illegible] গীতা শিক্ষার লক্ষ্য। ইহার জন্য প্রয়োজন [illegible] গ, অন্তরের —বাহিরের সন্ন্যাস প্রয়ো[illegible] নীয়ও নহে,

ভূমিকা

কর্ম্মকে বন্ধনের কারণ বলিয়া সন্ন্যাসীরা কর্ম্ম
উপদেশ দেন; কিন্তু গীতা বলিয়াছে, কর্ম্মফলে আ
রাখিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিলে তাহা কখনই
কারণ হয় না বরং এইরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়াই
প্রকৃতির দিব্যরূপান্তর সংসাধিত হয়। ভগবান্ নিজে
দিয়াছেন, তিনি কখনও কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, বর্ত্ত
কর্ম্মণি। অর্জ্জুন পাপ ও নরকের ভয়ে ভীত হইয়া
গীতা বলিয়াছে, বাহিরে কোন কর্ম্ম করা হইল বা
তাহার উপর পাপ পুণ্য নির্ভর করে না, কাম, ক্রোধ,
এই তিনটিই হইতেছে সকল পাপের মূল, নরকে
ভিতরে যদি কাম ক্রোধ না থাকে তাহা হইলে বাহিরে
আচরণেই পাপ হয় না, আর ভিতরে যদি এইগুলিকে
রাখা হয় তাহা হইলে বাহিরে যতই সদাচার কর
গীতার মতে সে-সবই হইতেছে মিথ্যাচার, নিষ্ফল।

সকল শাস্ত্রেই দুই প্রকারের সত্য আছে
প্রকারের সত্য, কোন বিশেষ দেশ কাল বা পাত্রের
আর এক প্রকারের সত্য, সকল দেশ সকল কালের
সনাতন, শাশ্বত। গীতা হইতেছে সনাতন সত্যের
ধর্ম্মের শাস্ত্র। গীতার মধ্যে এমন সত্য খুব কম
যাহা কেবল কোন দেশ কালে সীমাব
সেগুলিকেও গীতা এ করিয়াছে যে,
সনাতন রূপটি সহজে য়ায়, এবং এই

হইতে তাহা বহুকাল পূর্ব্বে কার্য্যতঃ লুপ্ত হইয়া
কিন্তু গীতা সেই বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠানকে যে-অধ্যাত্ম
রূপক বলিয়াছে তাহা চিরন্তন—তাহা হইতেছে এই
বিশ্বজীবন পরস্পরের সহিত আদান প্রদানের
চলিতেছে ; এখানে কেহ নিজের জন্য নহে ; সকলেই
জন্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেকের ম
ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই জন্য। পরস্পরের অ
পরস্পরে বর্দ্ধিত হইতেছে—ইহাই যজ্ঞ। এই যজ্ঞের
যাহারা নিজদিগকে লইয়াই থাকিতে চায় তাহারা
চোর ; যাহারা শুধু নিজেদের জন্য অন্ন পাক করে
পাপ ভোজন করে। পরের জন্য, ভগবানের জন্য আত্মে
যজ্ঞ, এবং ইহাকেই জীবনের নীতি বলিয়া গ্রহণ
হইবে। গীতা যজ্ঞ বলিতে কেবল বৈদিক অগ্নিষ্টোম
স্মার্ত্ত পঞ্চযজ্ঞ বুঝে নাই। গীতা বলিয়াছে যজ্ঞ বহুবিধ
পারে, সবেরই মূল নীতি হইতেছে আমাদের নীচ
সকলকে দমন, উচ্চতর আদর্শের জন্য আত্মদান—
সকল প্রকার যজ্ঞের দ্বারাই চিত্তশুদ্ধিতে সহায়তা হয়।
গীতা জ্ঞানযজ্ঞকেই অন্য সকল প্রকার অনুষ্ঠান
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছে। আমাদের অহং প্র
আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা নহে : প্রকৃতি সব কর্ম্ম করি
জগতে ভগবানের ইচ্ছা প্রয়োজন এই জ্ঞানে অ
সকল কর্ম্মকে, যৎ করোষি নের উদ্দেশে

সহিতও শাস্ত্রবিধির বিরোধ হইতে পারে—এইভাবে
বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া উঠে, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বুদ্ধি। কু
অর্জ্জুনের ঠিক এই দশাই হইয়াছিল। তিনি ধা
শাস্ত্রবিশারদ হইয়াও তাঁহার জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে কি
বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কিসে তাঁহার শ্রেয়ঃ, প্রকৃত
তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া শিষ্যরূপে প্রিয়তম সখা
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সমস্
সমাধান করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপতঃ এই—
ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞানের আলোকে কর্ত্তব
নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে, কবয়োঽপ্যত্র মো
এবং এইভাবে এই সমস্যার চরম সমাধানও হয় না।
যতদিন এই ত্রিগুণময়ী অপরাপ্রকৃতির মধ্যে বাস ক
ততদিন এ-সমস্যার প্রকৃত সমাধান নাই ; মানুষকে
রকমে অর্দ্ধ আলো ও অর্দ্ধ অন্ধকারে হোঁচট খাইতে
অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উ
প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, সাধারণ চেতনার
সাধন করিতে হইবে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব—তখন
আমাদের থাকিবে না ; তখন ভগবান আমাদের রূ
প্রকৃতিকে যন্ত্ররূপে, নিমিত্ত মাত্রম্, ব্যবহার করি
নিজ ইচ্ছা পূর্ণ ... নিজ কর্ম্ম সম্পন্ন ক
মানুষের থাকিবে বে ... ানের যন্ত্র হইব
আনন্দ ; আর সে ক ... গবানের ইচ্ছা

বিধিনিষেধই যথেষ্ট। কাম ক্রোধের বশে চালিত
যে-কোন শাস্ত্র বা নীতিতে তাহার বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা
তাহা অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিলেই ক্রমশঃ তাহ
কাম ক্রোধের বেগ প্রশমিত হইবে। সেই জন্য
শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে ব
কিন্তু এইটিই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা নহে, যে-কোন অসতর্ক
এখান হইতে পতন হইতে পারে (২।৬০)। কাম
সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে হইলে এক উর্দ্ধের ভাগবত
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে; এবং তাহার জন্য
হইতেছে সকল শাস্ত্র, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া,
পরিত্যজ্য, একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়
ইহাই গীতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। ধর্ম্মাচরণ ও আত্মসংযম
করিয়া যাঁহারা অর্জ্জুনের ন্যায় উচ্চাবস্থা লাভ ক
কেবল তাঁহারাই এই চরম আত্মসমর্পণ ও শ্রেষ্ঠ
যোগ্য—তাই অর্জ্জুন ছিলেন গীতার উত্তম রহস্য
উপযুক্ত পাত্র,

ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তম

এই যে গীতা মানুষের সম্মুখে প্রকৃতির দিব্য
আদর্শ ধরিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইলে গীতার দার্শ
কিছু জানা প্রয়োজন। গীতা যে ... নির্দ্দেশ
তাহার কিছুমাত্র আন্তরিক... এই অনুসরণ ক
সব জিনিষ আপনা হইতে ... নের ম্না উঠে,

ভূমিকা

এই জগত মূলতঃ অশুভ ও দুঃখময়, এবং তাহা জী
গুণত্রয়ের দ্বারা এই দুঃখময় সংসারে বদ্ধ করিয়
পুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স বা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য
এই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, সাংসারিক
অবসান করা, আত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যে জীবের
সত্তাকে লয় করা, তাহাই চরম মুক্তি, পরাগতি। কি
মতে বস্তুতঃ এই জগৎ অপরা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট নহে।
প্রকৃতি হইতেছে ইহার বাহিরের যন্ত্রময় জড়রূপ ; ইহ
রহিয়াছে পরা প্রকৃতি (গীতা ৭ম অধ্যায় ৫, ৬)
ভগবানের চিৎশক্তি, সচ্চিদানন্দময়ী। অতএব এ
মূলতঃ জড় বা দুঃখময় নহে—ইহা আনন্দময় ; উ
ভাষায় ইহা আনন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আন
আনন্দে চলিয়াছে। ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতি আমাদে
ভগবানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, জগতের ও
আনন্দময় স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—এই
প্রকৃতির অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া পরা প্রকৃতি
দিব্য আনন্দময় জীবন লাভ করাই মানব জীবনে
লক্ষ্য।

শঙ্করাচার্য্য গীতার পরা প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপটি
নাই। তাঁহার মতে ... ক্তি ও জীব এক। বি
পরা প্রকৃতিকে জীব ... নাই, বলিয়াছে জী
পরা প্রকৃতিই প্র ... াব হইয়াছে, f

সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ একত্র করিলেও ভগবানের স
না ; জগৎ ভগবানের শক্তির একটি কণা মাত্র তাঁহার
অবস্থিত। প্রত্যেক জীব তাহার মূল আত্মসত্তায় ভ
সহিত এক, এবং প্রকৃতিতে ভগবানের পরা প্রকৃতির
বহু জীব এক ভগবানেরই বহু ব্যষ্টিগত রূপ। কি
এখনও নীচের প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছে ;
মানুষকেই তাহার স্বভাবের বিকাশ করিয়া ভগবানের
ভাগবত প্রকৃতি লাভ করিতে হইবে। ইহাই গীত
শিক্ষা। যীশু খ্রীষ্ট যেমন বলিয়াছেন, 'Be per
your Father in Heaven is perfect'. মানুষ
অন্তর্নিহিত দিব্য প্রকৃতির বিকাশ করিয়া এই সংসারে
জন্ম লাভ করিবে, দিব্য কর্ম্মের কর্ম্মী হইবে, ভ
ন্যায়ই সকল ত্রুটি, শোক, দুঃখ, অপূর্ণতার অতীত হ
বিশ্বলীলার অনন্ত আনন্দ আস্বাদ করিবে। এই জ
প্রকৃতি তাহাকে ভগবানের সত্তা হইতে কুঁদিয়
করিয়াছে, নিজেই তাহার মূলস্বভাব হইয়াছে—
জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু মানুষ বর্ত্তমানে যে প্রাকৃত জীবনের
রহিয়াছে, ইহা ত্রিগুণময়ী অপরা প্রকৃতির খেলা ; ই
দ্বন্দ্ব, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে পূর্ণ। ইহারও সার্থকতা ও
আছে। এই অপরা প্রকৃতির [illegible] ভবা [illegible] াণ, মনের
করিয়াই মানুষ পরা প্রকৃতি [illegible] এই অন্ত [illegible] বিন লাভ ক
ইহাই উত্তম রহস্য। [illegible] নের স্বা

ভূমিকা

অপরা প্রকৃতি হইতে উঠিয়া দিব্য প্রকৃতির ম
চেতনা, নূতন জন্মলাভ করিতে হইলে, অমৃতত্ব
করিতে হইলে প্রথমেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে
অপরা প্রকৃতিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নহে—আমরা
যে সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখে মগ্ন রহিয়াছি
আমাদের চরমতম সম্ভাবনা নহে। এইখানেই স
জ্ঞানযোগের সার্থকতা। সাংখ্য মতানুসারে পুরুষ
ভেদ করিয়াই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদে
প্রাণ মনে যে সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ, জরা-ব্যাধি, চি
প্রভৃতির ক্রিয়া চলিতেছে, এসব বস্তুতঃ আমাদে
এসব হইতেছে প্রকৃতির ; আমরা বস্তুতঃ
অতীত পুরুষ, আত্মা। পুরুষ প্রকৃতির ক্রিয়ার
দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। আমরা যেমন নাটক
করিতে করিতে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা অনুভব ক
তেমনিই প্রকৃতির লীলায় সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে
বস্তুতঃ এসব জিনিষ পুরুষকে স্পর্শ করে না
অচল, অটল, অক্ষর, সনাতন। জবা কুসুমের বর্ণ
প্রতিফলিত হইলে স্ফটিক যেমন রক্তবর্ণ দেখায় কি
পক্ষে রক্তবর্ণ হইয়া যায় না, তেমনই প্রকৃতির গুণত্রয়ে
পুরুষের কোন পরি[illegible] বা বিকারই হয় না। অ
বশে পুরুষ প্র[illegible]ই নিজের খেলা ব
করে। যখন এ [illegible] হয়, পুরুষ প্রকৃতি

এইরূপ ভেদ-বিচারের উপযোগিতা স্বীকার কর
ইহা অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহাই যদি সব হইত তা
আমাদের মুক্তির অর্থ হইত প্রকৃতির খেলা হইতে
হইতে বুদ্ধিকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার নিথর
নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। বস্তুতঃ সাংখ্য এই
দিয়াছে, বৈদান্তিক জ্ঞানযোগেরও এই শিক্ষা—সংসা
সন্ন্যাস। কিন্তু গীতা এখানে থামে নাই। অচল, অক্ষর
পুরুষই যদি সর্ব্বোচ্চ সত্য হইত, তাহা হইলে অ
পুরুষের ভাব লাভ করিলে, প্রকৃতির কর্ম্মের প্রেরণা ব
যাইত, সংসারলীলা ও জীবন অসম্ভব হইত। কিন্তু
অক্ষর পুরুষ বা আত্মা হইতেও উচ্চতর সত্যের সন্ধান
—তাহাই পুরুষোত্তম। অক্ষর পুরুষ এই পুরুষোত্তমে
একটি দিক মাত্র। তাঁহার ভিতরে প্রতিষ্ঠারূপে রহিয়া
পুরুষের অবিচল শান্তি ও নিষ্ক্রিয়তা—কিন্তু তিনিই
ক্ষরপুরুষরূপে বাহির হইয়াছেন ; জগতের অনন্ত ক
নিজের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া জগৎলীলা কর
ক্ষরঃ সর্ব্বভূতানি, অতন্দ্রভাবে কর্ম্ম করিতেছেন,
কর্ম্মণি ; কুরুক্ষেত্রে তিনিই ভীষ্ম দ্রোণাদিকে পূর্ব্
মারিয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহারই
শক্তি দ্বারা এই জগতের প্রত্যেক [illegible] নির্দ্ধারিত,
সম্পাদিত হইতেছে। বায়ু যেমন [illegible] এই [illegible] থাকি
বিচরণ করে, তেমনিই [illegible] নের [illegible]হার কূট

ভূমিকা

অহংভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে
পুরুষের শান্ত সাক্ষীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়; এ
আত্মা সর্ব্বভূতের এক আত্মা, ইহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া
সর্ব্বভূতের সহিত একত্ব উপলব্ধি করি, কিন্তু প্রকৃতিতে
সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম পুরুষোত্তমের
যজ্ঞরূপে সম্পন্ন করি। আমাদের সমস্ত জীবন ও কর্ম্ম অ
অধীশ্বর ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা পুরুষোত্তমের নিকট সমর্পণ
সর্ব্বদা তাঁহাকে ভজনা করিয়া, সর্ব্বভূতের মধ্যে তাঁহা
করিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া আমরা তাঁহার ভাব লা
মদ্ভাবমাগতাঃ। তখন আমাদের ভিতরে প্রতিষ্ঠারূপে
অক্ষর পুরুষের অবিচল শান্তি, ঐক্য, সমতা, অনাস
আমাদের বাহিরের রূপান্তরিত প্রকৃতি হয়
পুরুষোত্তমের ইচ্ছা ও কর্ম্ম সম্পাদনের যন্ত্র, নিমিত্ত
ইহাই গীতার পূর্ণ যোগ—ইহার মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও
অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে।

অনেকে গীতার যোগ বলিতে পাতঞ্জলের যো
থাকেন; কিন্তু দুইটি এক জিনিষ নহে। পাতঞ্জল
আটটি সুনির্দ্দিষ্ট অঙ্গ আছে; কিন্তু গীতার পদ্ধতি
বাঁধাধরা গণাগাঁথা নহে, গীতার যোগ হইতেছে
সত্তাকে 'সর্ব্বভাবেন' [illegible] অভিমুখী করা।* নি
সকল মনুষ্য, [illegible] সকল ঘটনার প্রতি
রাখিয়া ভগবানে [illegible] রূপে যে কর্ম্ম ক

তাহার ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যোগই
গীতার কর্ম্মযোগ, এই নিষ্কামতা, সমতা ও য
ভিত্তি হইতেছে আত্মজ্ঞান, ভগবদ্ জ্ঞান; এবং এই
কর্ম্মের পূর্ণতম পরিণতি ও সার্থকতা হইতেছে
গভীরতম ভগবৎ ভক্তি ও প্রেম। শঙ্করের মতে জ্ঞানে
কর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না; প্রথম অবস্থাতেই কর্ম্মের
শেষ পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়াই পরম সিদ্ধিল
যায়। কিন্তু গীতার শিক্ষা হইতেছে উচ্চতর চৈতন্যে
জন্মলাভ করা, তাহার পূর্ব্বে তাহার উপায় স্বরূপ
করা এবং দিব্য জন্মলাভ করিবার পর তাহার অভিব্য
দিব্য কর্ম্ম করা। আচার্য্য শঙ্কর কর্ম্মত্যাগকেই শ্রে
বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়
ব্রহ্মই হইতেছে একমাত্র সত্য, আর সবই মিথ্যা,
কিন্তু বস্তুতঃ শঙ্কর যাহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া
ছিলেন তাহা হইতেছে গীতার অক্ষর পুরুষ এবং
মায়াশক্তিকে এই জগতের মূল বলিয়া দেখিয়াছিলেন
হইতেছে গীতার অপরা প্রকৃতি। শঙ্করের মতে, মায়া
যুক্ত যে ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম—তাহাই গীতার পুরুষোত্তম
সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা নির্গুণ ব্রহ্মের নীচে। কিন্তু গীতা
ভাষায় বলিয়াছে যে, পুরুষোত্তমই [illegible] তাঁহা
আর কিছুই নাই; অর্জ্জুনে[illegible] এই [illegible] পে
অবতীর্ণ পুরুষোত্তম বলিয় [illegible] নের ম্বহার নাস্ত্যৎ

ভূমিকা

নির্গুণোগুণী, সগুণ এবং নির্গুণ এই দুই ভাব লইয়াই
এবং তিনিই গীতার পুরুষোত্তম। গীতা বলিয়াছে
ক্ষর—এই দুইটি হইতেছে এক পুরুষোত্তমেরই দুইটি
ভগবান পুরুষোত্তম চৈতন্য স্বরূপ, আর তাঁহার এই
যে সক্রিয়তার দিক তাহাই তাঁহার প্রকৃতি। পুরুষ ও
মূলতঃ অভিন্ন, এবং অপরা প্রকৃতি, মায়া বা অবিদ্যা
পরা প্রকৃতি বা বিদ্যারই নীচের রূপ। এই তত্ত্বগুলি
ধরিতে না পারিলে, গীতার বিভিন্ন অংশের মধ্যে
রহিয়াছে বলিয়া মনে হইবে এবং গীতার দিব্য জীবনে
মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান যুগে
শ্রীরামকৃষ্ণই গীতার এই শিক্ষাটিকে ঠিকমত ধরিয়া
শঙ্কর ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তার দিকটিই দেখিয়াছিলেন, তাহ
বা সক্রিয়তার দিকটি দেখিতে পান নাই, সেইটিকে
মায়া বলিয়াছেন। যেখানে শঙ্করের শেষ,
শ্রীরামকৃষ্ণের আরম্ভ; শঙ্কর যেখানে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস
করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে ব্রহ্মশক্তি বিষয়ে
আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, "তিনি একরূপে নিত্য,
লীলা। বেদে তাঁকে সগুণও বলেছে, নির্গুণও
তিনিই জীব জগ[illegible] ...ন, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হ
যখন নিষ্ক্রিয়, [illegible] যখন সৃষ্টি করছেন
করছেন, সংহার [illegible] শক্তি বলি।
শক্তি অভেদ—জ[illegible], হেলে দুলেও

তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠ হয়। তারপর দেখে যে, ছাদও যে জিনিষে—ইট চূণ সুর —সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী। যিনি ব্রহ্ম, ত সত্তাতেই জীব জগৎ।"..."যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী, শ যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আমরা তাঁকেই মা জগ বলি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কালী, এই শক্তি, এই প্রকৃতি গীত পরাপ্রকৃতি, তাহা শঙ্করের 'অজ্ঞান, জড়স্বভাবা, মিথ্যাত্ম সনাতনী' নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ইনি চিন্ময়ী, ব্রে চিদ্রূপা শক্তি। বিশ্বপ্রপঞ্চ এই চিদ্রূপা-শক্তির বিপরিণ নিখিল সংসার বিলাসরূপে এই চিদেরই ঐশ্বর্য্য, চিৎশক্তি লীলা। এই জন্যই জগৎ সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম সত্যের স সত্যস্য সত্যম্। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "আমি দুটাই ন তা না হলে ওজনে কম পড়ে"। ইহাই প্রকৃত গীতার শিক্ষ

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম,
পণ্ডিচেরী।

শ্রীঅনিলবরণ রায়